কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 0 2 NOV 2013 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

শিক্ষার্থীদের কোর্স শেষ না করেই ঢাকা ছাড়ছে লিডিং ইউনিভার্সিটি

শরীফুল আলম সুমন ▶

শতাধিক শিক্ষার্থীর কোর্স শেষ না করেই ঢাকা ছাড়ছে লিডিং ইউনিভার্সিটি। ইতিমধ্যে আগামী ১ নভেম্বর থেকে ঢাকা ক্যাম্পাস বন্ধের নোটিশও দেওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় বিপাকে পড়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রায় এক শ শিক্ষার্থী। কোর্স শেষ না হওয়ায় তাঁদের শিক্ষাজীবন নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। অথচ ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) দোহাই দিয়ে নভেম্বরেই ক্যাম্পাস বন্ধ করে দিতে অনড়।

লিডিং ইউনিভার্সিটির বিবিএর শিক্ষার্থী ফয়সাল ক্লাসের কাঠকে বলেন, 'আমার কোর্স শেষ করতে অন্তত আগামী বছরের এপ্রিল পর্যন্ত সময় লাগবে। ঈদের পর বাড়ি থেকে এসে দেখি ভার্সিটি বন্ধের নোটিশ। আমরা ইউজিসিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরকে বিষয়টি লিখিতভাবে জানিয়েছি। ইউজিসি মৌখিকভাবে বলেছে, একজন শিক্ষার্থীর পড়ালেখা বাকি থাকতেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাস বন্ধ করতে পারবে না। কিন্তু গোছগাছ দেখে মনে হচ্ছে, এ মাসেই ঢাকা ক্যাম্পাস বন্ধ হয়ে যাবে। এ অবস্থায় আমরা অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি।'

অন্য অনেক শিক্ষার্থী জানান, তাঁদের কোর্স শেষ করতে আরো বছরখানেক সময় লাগবে। এ অবস্থায় ঢাকা ক্যাম্পাস বন্ধ হয়ে গেলে সবার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈধ ক্যাম্পাস সিলেটে গিয়ে ক্লাস ও পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ অনেকেই পড়ালেখার পাশাপাশি চাকরি করছেন। এসব বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তাঁরা বারবার বললেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। ঢাকা ক্যাম্পাসের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদেরও চাকরি থাকছে না। তাই তাঁদের এসব বিষয়ে বললেও তাঁরা অসহায়ত্ব প্রকাশ করছেন। এ ছাড়া ঢাকা ক্যাম্পাসে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক না থাকায় নিয়মিত পরীক্ষাও হচ্ছে না।

ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার কর্নেল (অব.) মো. মোশাররফ হোসেন ঢাকা ক্যাম্পাস বন্ধের বিষয়টি কালের কণ্ঠের কাছে স্বীকার করে বলেন, 'ইউজিসি আমাদের জুলাই মাসেই বন্ধ করতে বলেছে। কিন্তু অনেক শিক্ষার্থীর পরীক্ষার কথা বিবেচনা করে আমরা তিন মাসের সময় নিয়েছি। সিলেট ক্যাম্পাস আমাদের অনুমোদিত। তবে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যখন একাধিক ক্যাম্পাস চালু করে তখন আমরাও ঢাকায় ক্যাম্পাস চালু করি। কিন্তু এ ক্যাম্পাস বৈধ না হওয়ায় অবশেষে বন্ধ করে দিচ্ছি।'

অনেক শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন নষ্ট হয়ে যাবে কি না, সে বিষয়ে জানতে চাইলে রেজিস্ট্রার বলেন, 'আমরা আগে থেকেই শিক্ষার্থীদের নোটিশ দিয়েছি। নতুন ছাত্রও ভর্তি করা হয়নি। আর যাদের সেমিস্টার লস হয়েছে তাদের কারো কারো কিছু পরীক্ষা হয়তো থেকে যাবে। তারা ইচ্ছা করলে সিলেট ক্যাম্পাসে পরীক্ষা দিতে পারবে।' শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী এ ব্যাপারে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অনুমোদিত না হলে তো ক্যাম্পাস থাকতে পারবে না। শিক্ষার্থীদের উচিত ছিল যাচাই করে ভর্তি হওয়া। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন রক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'